দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 14 OCT 2012
পৃষ্ঠা ... ১৫ কলাম ... ২

মেয়ে শিশুরা শিক্ষা বঞ্চিত হওয়ায় দারিদ্র্য বাড়ছে

এএফপি

বিশ্বের কোটি কোটি মেয়ে শিশু স্কুলে যাওয়ার সুযোগ-বঞ্চিত রয়েছে। ছেলেদের তুলনায় শিক্ষায় পিছিয়ে থাকায় তাদের দুর্ভোগের জীবন ঠেলে দেয় আর তাদের জীবনে অধিকতর দারিদ্র্য পেড়ে বসে। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এক নতুন রিপোর্টে একথা বলা হয়েছে।

জাতিসংঘের উদ্যোগে প্রথম আন্তর্জাতিক মেয়ে শিক্ষা দিবস উপলক্ষে নিউইয়র্কে প্যান ইন্টারন্যাশনাল 'আমি মেয়ে বলে: বিশ্বে মেয়েদের অবস্থা-২০১২' শীর্ষক এ রিপোর্টটি প্রকাশ করে। রিপোর্ট প্রকাশ অনুষ্ঠানে শিশু দারিদ্র্য বিমোচনে নিয়োজিত সংস্থা জানায়, বিশ্বব্যাপী আনুমানিক মেয়ে শিশু শ্রেণিকক্ষে অনুপস্থিত থাকা একটি প্রধান অধিকারের লঙ্ঘন এবং নবীন সম্ভাবনার বিপুল অপচয়। বিশ্বে বর্তমানে প্রতি তিনজনে একজন মেয়ে শিশু শিক্ষাবঞ্চিত উবে প্যান ইন্টারন্যাশনাল বিশেষ করে ১১ থেকে ১৫ বছর বয়সী ৩ কোটি ৯০ লাখ মেয়ে শিশুর ওপর তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে, যারা স্কুলে যায় না।

প্যান ইন্টারন্যাশনালের সিইও নিগেল চ্যাপম্যান বলেন, একজন শিক্ষিত মেয়ের সহিংসতার শিকার হওয়ার ঝুঁকি এবং শিশু বয়সে বিয়ে হওয়ার ও সন্তান নেয়ার সম্ভাবনা কম এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে তার এবং তার নিজের সন্তানদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবান হওয়ার সম্ভাবনা আরো বেশি।

তিনি বলেন, তার উপার্জন ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং পরিবার, সমাজ ও দেশের কল্যাণে আর উপার্জিত আয় বিনিয়োগের সম্ভাবনা বেশি। এটি বললে বাড়িয়ে বলা হবে না যে, মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলে অনেক জীবন রক্ষা এবং ভবিষ্যৎ পাল্টানো সম্ভব।

প্যান ইন্টারন্যাশনাল শিশুদের মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়াতে প্রত্যেক শিশুর জন্য ন্যূনতম ৯ বছরের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহবান জানায়। তবে সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়, মেয়েদের শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং স্কুল থেকে ঝরে পড়ার দুটি প্রধান কারণ বাল্যবিবাহ ও স্কুলে নির্যাতন বন্ধে তহবিল ও কর্মসূচি বাড়াতে হবে। রিপোর্টে বলা হয়, অনেক ক্ষেত্রে পরিবার মেয়েদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার আশঙ্কায় তাদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়।

ভারতের অনেক এলাকায় এখনো পৌঁছেনি শিক্ষার আলো। ছোট্ট এই মেয়েটি গল্প পড়ে শোনাচ্ছে অন্যদের